দৈনিক বাংলা

17 MAY 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1 ...

C52

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ রবিবার

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: রোববার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ : ১৭ই মে, ১৯৮৭

শিক্ষাঋণ

গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়া যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সরকার সেই লক্ষ্যে শিক্ষাঋণ চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনাকালে একথা জানান। আমাদের দেশে শিক্ষার পথে অন্যতম প্রধান বাধা যখন অর্থাভাব, তখন শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে অর্থাভাব দূর করার প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই আসে। প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা সব পর্যায়েই অর্থাভাব শিক্ষা চালিয়ে যাবার পথে বাধা হতে পারে। পরীক্ষার ফি যোগাতে না পারায় অনেক শিক্ষার্থীরই পরীক্ষা দেয়া হয়ে ওঠে না, কেউবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের খরচ পোষাতে পারেন না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের ড্রপ আউটের সমস্যা একটু অন্য রকম। এখানে বেতনের ঝামেলা নেই। সরকার বইপত্রও বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তবুও ড্রপ-আউট আছে। শিক্ষাঋণ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে পারে কিনা তা এখনই বলা মুশকিল। তবে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে এ ঋণের অবদান থাকবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

যেকোন ঋণের সঙ্গেই ঋণশোধ করার প্রসঙ্গও থাকে। ঋণদাতা এবং গ্রহীতা উভয়পক্ষেই ঋণশোধ না হলে ঋণদান পরিকল্পনা যেমন ভেস্তে যেতে পারে, তেমনি ঋণশোধ করার উপায় না থাকলে ঋণগ্রহীতার অবস্থাও অসহায় হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষা সমাপ্ত করে চাকরি-বাকরি পান তাহলে ঋণশোধ করার একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সবাই চাকরি পাবেনই এমন নিশ্চয়তাও কি কেউ দিতে পারে? এজন্যে শিক্ষাঋণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কিছু প্রকল্প গ্রহণ করলে ভাল হয় বলে আমরা মনে করি। শিক্ষা শেষে যদি উপার্জনক্ষম হয় তাহলে ঋণশোধ করা সম্ভব হয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সেভাবে উপার্জন করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। বরং অনেকে লেখাপড়া শিখতে এলে উপার্জন ব্যাহত হয় (গরীব শিক্ষার্থীদের)। এক্ষেত্রেও শিক্ষা চালিয়ে যাবার জন্যে আর্থিক অনটন দূর করার উদ্যোগ নিতে হয়। এ বিষয়টা বোধহয় অন্যভাবে মোকাবিলা করতে হবে। আপাতত কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপকার হলেই বা মন্দ কি? শিক্ষাঋণ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া চালিয়ে যাবার মত সুযোগ করে দিলে শিক্ষা প্রসারে অগ্রগতি হবে নিশ্চয়।